



শিশু শিক্ষার ত্রিবেণী সঙ্গম: রবীন্দ্রনাথ, রুশো ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দর্শনের আলোকে মানবিকের উন্মোচন

Chanchal Ghosh

Student, Email: chanchalghosh553@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

প্রতিটি শিশু এক একটি জীবন্ত বিস্ময়, এক অনাবিস্কৃত মহাদেশ। তার মনের গভীরে ঘুমিয়ে থাকে অসীম সম্ভাবনা, অফুরন্ত কৌতূহল আর কল্পনার রামধনু। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সেই ঘুমন্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলা, সেই কৌতূহলের আগুনে স্ফুলিঙ্গ দেওয়া এবং সেই কল্পনার পাখিকে উড়ানোর জন্য এক অনন্ত আকাশ উপহার দেওয়া। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রথাগত শিক্ষা এই সত্যকে উপেক্ষা করে শিশুর মনকে এক তথ্যভাভারে পরিণত করতে চেয়েছে। এই যান্ত্রিকতা ও প্রাণহীনতার বিরুদ্ধেই গর্জে উঠেছিল দুটি কণ্ঠ—প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পাশ্চাত্যে জ্যাঁ-জ্যাক রুশো। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা কেবল একটি পদ্ধতি নয়, এটি এক জীবনদর্শন—যা শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও মানবতাকে সম্মান জানায়। যে শিক্ষা শিশুকে আত্ম-আবিষ্কারে সহায়তা করে, নিজের মতো করে ভাবতে ও সৃষ্টি করতে শেখায়, এবং অন্যকে সম্মান জানিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খুঁজে পেতে শেখায়—সেই শিক্ষাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

মূল শব্দ: শিশু শিক্ষা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, শিক্ষা দর্শন, শিক্ষা পরিকল্পনা, জাতীয় শিক্ষানীতি।

ভূমিকা:

প্রতিটি শিশু এক একটি জীবন্ত বিস্ময়, এক অনাবিস্কৃত মহাদেশ। তার মনের গভীরে ঘুমিয়ে থাকে অসীম সম্ভাবনা, অফুরন্ত কৌতূহল আর কল্পনার রামধনু। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সেই ঘুমন্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলা, সেই কৌতূহলের আগুনে স্ফুলিঙ্গ দেওয়া এবং সেই কল্পনার পাখিকে উড়ানোর জন্য এক অনন্ত আকাশ উপহার দেওয়া। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রথাগত শিক্ষা এই সত্যকে উপেক্ষা করে শিশুর মনকে এক তথ্যভাভারে পরিণত করতে চেয়েছে। এই যান্ত্রিকতা ও প্রাণহীনতার বিরুদ্ধেই গর্জে উঠেছিল দুটি কণ্ঠ—প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পাশ্চাত্যে জ্যাঁ-জ্যাক রুশো।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনীতে ও কর্মে এক আনন্দময়, মুক্ত শিক্ষার স্বপ্ন এঁকেছিলেন, যেখানে জ্ঞান শিশুর উপর বোঝা হয়ে চাপে না, বরং তার আত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। তাঁর ভাষায়, “ highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence।” অন্যদিকে, ফরাসি বিপ্লবের অগ্রদূত রুশো তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ ‘Émile’-এ শিশুকে সমাজের কৃত্রিমতা ও কলুষতা থেকে রক্ষা করে প্রকৃতির কোলে তার স্বাভাবিক ছন্দে

বিকশিত হতে দেওয়ার কথা বলেন। তাঁদের দর্শন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিসরে জন্ম নিলেও তার মর্মবাণী ছিল এক: শিশুর অন্তর্নিহিত সত্তাকে সম্মান জানানো।

আজকের বিশ্বে এই দুই মণীষীর ভাবনা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। একুশ শতকের শিক্ষা কেবল জ্ঞানার্জনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত নয়, তার পরিধিতে যুক্ত হয়েছে ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা’ (Inclusive Education) এবং ‘বিশেষভাবে সক্ষম’ (Differently-abled) শিশুদের অধিকারের প্রশ্ন। ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) এই সমস্ত দর্শনের এক আধুনিক সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। এই প্রবন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কেন্দ্রিক দর্শন, রুশোর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবনা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার আধুনিক ধারণার ত্রিবেণী সঙ্গমে ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ পথ অন্বেষণ করব।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন:

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল প্রকৃতি। তিনি বিশ্বাস করতেন, চার দেওয়ালের কারাগার শিশুর মনকে সংকুচিত করে। তাই তিনি এমন এক শিক্ষালয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা হবে অব্যাহত, উন্মুক্ত—গাছপালা, ঋতুচক্র আর খেলা আকাশের নীচে। তাঁর কাছে প্রকৃতিই ছিল শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং জীবন্ত পাঠ্যপুস্তক।

প্রকৃতি-কেন্দ্রিক শিক্ষা (Nature-centric Education):

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ছিল এই দর্শনেরই এক মূর্ত রূপ। তিনি চেয়েছিলেন শিশুরা যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বড় হয়। গাছের তলায় ক্লাস, ঋতু-উৎসব পালন, কৃষিকাজ এবং প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধকে অনুভব করার মাধ্যমে যে শিক্ষা লাভ হয়, তা পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে অনেক বেশি স্থায়ী ও অর্থবহ। প্রকৃতির শান্ত, উদার পরিমণ্ডল শিশুর মনকে সংবেদনশীল করে তোলে এবং তার মধ্যে এক গভীর নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার জন্ম দেয়।

আনন্দ ও স্বাধীনতার মন্ত্র:

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর অনুশাসন, ভয় এবং মুখস্থ-নির্ভরতাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘তোতাকাহিনী’ প্রবন্ধে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। সেখানে খাঁচায় বন্দী পাখিটিকে পুঁথি গেলানো হয়, কিন্তু তার গান ও উড়ান চিরতরে হারিয়ে যায়। তিনি শিশুর মনকে সব ধরনের ভয় ও জবরদস্তি থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, শিক্ষা হবে শিশুর কাছে এক উৎসবের মতো, যেখানে সে আনন্দের সঙ্গে, খেলাচ্ছলে জ্ঞান অর্জন করবে। প্রশ্ন করার, ভুল করার এবং নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্যকে আবিষ্কার করার অবাধ স্বাধীনতাই ছিল তাঁর শিক্ষার মূলমন্ত্র।

সৃজনশীলতার বিকাশ: রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শে সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্য ও নাটক ছিল পাঠ্যক্রমের প্রাণ। তিনি মনে করতেন, এই শিল্পকলাগুলিই শিশুর ভেতরের সুপ্ত সৃজনশীলতা ও সংবেদনশীলতাকে জাগিয়ে তোলে এবং তাকে আত্মপ্রকাশের ভাষা জোগায়। এর মাধ্যমে শিশু কেবল শেখে না, সে সৃষ্টি করে। শিক্ষা এখানে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা, যেখানে জ্ঞানার্জন এবং শিল্পসৃষ্টি একে অপরের হাত ধরে চলে।

রুশোর দর্শন: সমাজের কৃত্রিমতা থেকে ‘প্রাকৃতিক’ শিশুর সন্ধান

ফরাসি চিন্তাবিদ জ্যাঁ-জ্যাক রুশোকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ বলা হয়। তাঁর দর্শন ছিল তৎকালীন সমাজের কৃত্রিমতা, ভণ্ডামি ও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তাঁর মতে, “Everything is good as it leaves the hands of the Author of things; everything degenerates in the hands of man.”

প্রকৃতি-অনুসারী শিক্ষা: রুশো বিশ্বাস করতেন যে, শিশু জন্মায় পবিত্র ও নিষ্পাপ সত্তা নিয়ে, কিন্তু সমাজ তাকে কলুষিত করে। তাই তিনি ‘নেতিবাচক শিক্ষা’ (Negative Education)-র কথা বলেন। এর অর্থ এই নয় যে শিশুকে কিছুই শেখানো হবে না; এর অর্থ হলো, বারো বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে সমাজের কৃত্রিম প্রভাব থেকে দূরে রেখে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী বাড়তে দেওয়া। তাকে বইয়ের জ্ঞান না দিয়ে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখতে দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, ভূগোল শেখানোর জন্য মানচিত্র না দেখিয়ে, তাকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখিয়ে দিকনির্ণয় শেখানো।

ব্যক্তিস্বাভাব্য ও আত্মনির্ভরতা: রুশোর শিক্ষাদর্শনের কেন্দ্রে ছিল শিশুর ব্যক্তিস্বাভাব্য। তিনি মনে করতেন, প্রতিটি শিশু স্বতন্ত্র এবং তার শেখার পদ্ধতিও ভিন্ন। শিক্ষকের কাজ হলো শিশুর ওপর জ্ঞান চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে শিশু নিজের কৌতূহল ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিখতে পারে। রুশোর ‘এমিল’ নিজের ভুল থেকে শেখে, নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই খুঁজে বের করে এবং ধীরে ধীরে একজন আত্মনির্ভর মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ও রুশোর দর্শনে ভৌগোলিক দূরত্ব থাকলেও আত্মার আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দুজনেই প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মনে করেছেন, শিশুকে অপ্রয়োজনীয় অনুশাসন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা:

বিগত কয়েক দশকে শিক্ষাজগতে যে ধারণাটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, তা হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা। এই দর্শন অনুযায়ী, শিক্ষা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর অধিকার নয়, বরং এটি একটি সর্বজনীন মানবাধিকার। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এমন একটি ব্যবস্থার কথা বলে যেখানে লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভাষা বা শারীরিক-মানসিক সক্ষমতা নির্বিশেষে সমস্ত শিশু একই ছাদের তলায় একসঙ্গে শেখার সুযোগ পাবে।

এর মূল উদ্দেশ্য কেবল সমস্ত শিশুকে এক শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসা নয়, বরং এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি করা যেখানে প্রতিটি শিশুর স্বতন্ত্র সত্তা, তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মান জানানো হয়। এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদেরই উপকার করে না, বরং অন্য শিশুদের মধ্যেও সহমর্মিতা, সহানুভূতি এবং বৈচিত্র্যকে সম্মান করার মতো মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষ আসলে এক ছোট ভারতবর্ষ, যেখানে শিশুরা একসঙ্গে বড় হতে হতে একে অপরের থেকে শেখে এবং এক স্বাস্থ্যকর, বৈষম্যহীন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে।

বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের শিক্ষা:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল দিকটি হলো ‘বিশেষভাবে সক্ষম’ বা ‘বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন’ (Children with Special Needs - CWSN) শিশুদের শিক্ষা। অতীতে এই শিশুদের সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশেষ বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রথা ছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা দর্শন এই বিচ্ছিন্নতাকে অস্বীকার করে। কারণ শিক্ষা কেবল জ্ঞানার্জন নয়, এটি সামাজিকীকরণেরও একটি প্রক্রিয়া।

বিশেষভাবে সক্ষম শিশুরা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে, যেমন—ডিসলেক্সিয়া, ডিসগ্রাফিয়ার মতো শিখন অক্ষমতা (Learning Disabilities), অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, সেরিব্রাল পলসি, বা দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা। এদের প্রত্যেকের প্রয়োজন ভিন্ন। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় এই ভিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির উপর জোর দেওয়া হয়:

পৃথকীকৃত নির্দেশনা (Differentiated Instruction): একই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি, বিষয়বস্তু এবং মূল্যায়ন বিভিন্ন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়। যেমন, কোনো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য ব্রেইল বা অডিও-বুক এবং কোনো শিখন অক্ষমতায়ুক্ত শিক্ষার্থীর জন্য অতিরিক্ত সময় বা সহজ ভাষায় নির্দেশ প্রদান করা।

সহায়ক প্রযুক্তি (Assistive Technology): আধুনিক প্রযুক্তি, যেমন—স্ক্রিন রিডার, স্পিচ-টু-টেক্সট সফটওয়্যার বা বিশেষ ধরনের কীবোর্ড ব্যবহার করে এই শিক্ষার্থীদের শেখার পথকে সুগম করা হয়।

ব্যক্তিগত শিক্ষা পরিকল্পনা (Individualized Education Plan - IEP): প্রতিটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে একটি ব্যক্তিগত শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়, যেখানে তার লক্ষ্য, শক্তি এবং দুর্বলতাগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সহায়ক পরিবেশ: বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোকে বাধামুক্ত (Barrier-free) করা, যেমন—র‍্যাম্প তৈরি করা, বিশেষ শৌচাগারের ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষিত বিশেষ শিক্ষক (Special Educators) ও পরামর্শদাতা (Counselors) নিয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি।

এই শিশুদের শিক্ষা করুণার বিষয় নয়, এটি তাদের সাংবিধানিক অধিকার। তাদের প্রয়োজন সহানুভূতির নয়, সুযোগের।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০: দর্শনের আধুনিক রূপায়ণ

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ যেন রবীন্দ্রনাথ, রুশো এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার আধুনিক দর্শনের এক সমন্বিত রূপরেখা। এই নীতি পুঁথিগত, মুখস্থ-নির্ভর ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে এক শিশুকেন্দ্রিক, নমনীয় এবং সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব করে।

বুনিয়াদী স্তর (Foundational Stage): নতুন ৫+৩+৩+৪ কাঠামোর প্রথম পর্যায়টি (৩-৮ বছর বয়স) সম্পূর্ণরূপে খেলা, অনুসন্ধান এবং কার্যকলাপ-ভিত্তিক শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি রবীন্দ্রনাথের আনন্দময় শিক্ষা এবং রুশোর অভিজ্ঞতামূলক শিখনের দর্শনেরই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।

মাতৃভাষায় শিক্ষা: NEP ২০২০ অন্তত পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যে জোরালো সুপারিশ করেছে, তা রবীন্দ্রনাথের সেই ভাবনারই প্রতিধ্বনি। এর ফলে শিশুর উপর ভাষার বোঝা কমে এবং সে সহজে ও স্বাভাবিকভাবে জ্ঞানার্জন করতে পারে।

অন্তর্ভুক্তি ও সমতা: এই শিক্ষানীতি বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাধামুক্ত পরিকাঠামো, বিশেষ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্যক্রম তৈরির কথা বলে এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে।

সামগ্রিক মূল্যায়ন: গতানুগতিক পরীক্ষার পরিবর্তে ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়নের (Continuous and Comprehensive Evaluation) উপর জোর দিয়ে এই নীতি শিশুর শেখার প্রক্রিয়াকে চাপমুক্ত ও আনন্দময় করার চেষ্টা করেছে। এখানে শুধু জ্ঞান নয়, শিশুর দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং মানবিক গুণাবলীরও মূল্যায়ন করা হবে।

উপসংহার: মানবিকের পুনপ্রতিষ্ঠা

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা কেবল একটি পদ্ধতি নয়, এটি এক জীবনদর্শন—যা শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও মানবতাকে সম্মান জানায়। রুশোর প্রকৃতিবাদ, রবীন্দ্রনাথের মুক্ত মানবিকতাবাদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার আধুনিক দর্শন—এই ত্রিধারার সঙ্গমেই ভারতীয়

প্রাথমিক শিক্ষা তার প্রকৃত সত্তা খুঁজে পেতে পারে।

যে শিক্ষা শিশুকে আত্ম-আবিস্কারে সহায়তা করে, নিজের মতো করে ভাবতে ও সৃষ্টি করতে শেখায়, এবং অন্যকে সম্মান জানিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খুঁজে পেতে শেখায়—সেই শিক্ষাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শ্রেষ্ঠ পাথেয়। এর বাস্তবায়ন কঠিন এবং বহু চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ, কিন্তু এটিই একমাত্র পথ। কারণ শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য কেরানি বা রোবট তৈরি করা নয়, বরং একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরি করা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই অমোঘ বাণীই হোক আমাদের চিরন্তন পাথেয়: “মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর সমস্তই তার অধীন।”

রেফারেন্স (References):

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৭)। শিক্ষার হেরফের। বিশ্বভারতী প্রকাশন।
- Rousseau, J. J. (1762). *Émile, or On Education*. Paris: Garnier.
- Ministry of Education, Government of India. (2020). National Education Policy 2020.
- NCERT (2005). National Curriculum Framework.
- NCERT (2022). National Curriculum Framework for Foundational Stage.
- Dewey, John. (1938). *Experience and Education*.
- Montessori, Maria. (1912). *The Montessori Method*.
- UNICEF (2021). *Early Childhood Education in India: Challenges and Opportunities*.
- Kumar, Krishna. (2005). *Political Agenda of Education: A Study of Colonialist and Nationalist Ideas*.

Citation: Ghosh. C., (2025) “শিশু শিক্ষার ত্রিবেণী সঙ্গম: রবীন্দ্রনাথ, রুশো ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দর্শনের আলোকে মানবিকের উন্মোচন”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.